গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
ন্যাশনাল ডিজাষ্টার রেসপন্স কো-অরডিনেশন সেন্টার (NDRCC)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৬-৩৩৬

তারিখঃ ৩১/০৭/২০১৬
সময়ঃ বিকাল ৪.০০টা।

বিষয়ঃ দুর্যোগ সংক্রান্ত ৩১.০৭.২০১৬ তারিখের দৈনিক প্রতিবেদন।

সমুদ্র বন্দরসমূহের জন্য সতর্কতা: সমুদ্র বন্দর সমূহের জন্য কোন সতর্ক সংকেত নেই।

নদীবন্দর সমূহের জন্য সতর্ক সংকেতঃ (আজ সন্ধ্যা ৬.০টা পর্যন্ত**):**

রাজশাহী, রংপুর, পাবনা, বগুড়া, টাংগাইল, ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, যশোর, কুষ্টিয়া, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও সিলেট অঞ্চলসমূহের উপর দিয়ে দক্ষিণ/দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘন্টায় ৪৫-৬০ কি.মি. বেগে বৃষ্টি/বজ্রবৃষ্টিসহ অস্থায়ীভাবে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এসব এলাকার নদী বন্দরসমূহের জন্য ০১ (এক) নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

পূর্বাভাসঃ খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, ঢাকা ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রাজশাহী, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগের কিছু কিছুজায়গায় অস্থায়ী দমকা হাওয়াসহ হাল্কা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে। **তাপমাত্রাঃ** সারাদেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

গত ২৪ ঘন্টায় বিভাগওয়ারী দেশের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নিম্নরূপঃ

বিভাগের নাম	ঢাকা	ময়মনসিংহ	চট্টগ্রাম	সিলেট	রাজশাহী	রংপুর	খুলনা	বরিশাল
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	৩৪.২	৩২.৬	৩৪.৮	৩৪.০	৩৪.৬	৩৪.৩	৩৪.৫	৩৪.০
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	২৪.০	২৬.০	২৪.২	২৪.৪	২৫.২	২৬.০	২৪.৬	২৬.৬

* দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ফেনী ৩৪.৮ ডিগ্রী সে. এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল টাংগাইল ২৪.০ ডিগ্রী সে.।

০২। নদ-নদীর পানি হ্রাস /বৃদ্ধির সর্বশেষ অবস্থাঃ (তথ্যসূত্রঃ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র, বাপাউবো**)**

মোট পর্যবেক্ষণ পয়েন্টের সংখ্যা	৯০ টি	পানি স্থিতিশীল রয়েছে	০১ টি
পানি বৃদ্ধি পেয়েছে	৪৬ টি	তথ্য পাওয়া যায়নি	০৪ টি
পানি হ্রাস পেয়েছে	৩৯ টি	বিপদসীমার উপরে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে	১৮ টি

নিম্নবর্ণিত ১৮ টি পয়েন্টে নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছেঃ

ক্র.নং	জেলার নাম	নদীর নাম	ষ্টেশনের নাম	পানি বৃদ্ধি (+) হ্রাস (-)(cm)	বিপদসীমার উপরে আছে (cm)
০১	কুড়িগ্রাম	ধরলা	কুড়িগ্রাম	-১৮	+৫২
০২	গাইবান্ধা	ঘাঘট	গাইবান্ধা	-১৭	+৬২
০৩	কুড়িগ্রাম	ব্রহ্মপুত্র	চিলমারী	-১৭	+৬৩
০৪	জামালপুর	যমুনা	বাহাদুরাবাদ	-১১	+১০৫
০৫	বগুড়া	যমুনা	সারিয়াকান্দি	-৯	+৮৮
০৬	সিরাজগঞ্জ	যমুনা	কাজিপুর	-৭	+৭২
০৭	সিরাজগঞ্জ	যমুনা	সিরাজগঞ্জ	-৫	+৮৪
০৮	মানিকগঞ্জ	যমুনা	আরিচা	+৩	+৫৭
০৯	নাটোর	গুর	সিংড়া	+১	+১৮
১০	সিরাজগঞ্জ	আত্রাই	বাঘাবাড়ি	+৫	+১০৭
১১	টাংগাইল	ধলেশ্বরী	এলাসিন	+৫	+১৪০
১২	নারায়নগঞ্জ	লক্ষ্যা	নারায়ণগঞ্জ	+৯	+৯
১৩	মানিকগঞ্জ	কালিগঙ্গা	তারাঘাট	+৩২	+৭৯
১৪	রাজবাড়ী	পদ্মা	গোয়ালন্দ	+৪	+১০১
১৫	মুন্সিগঞ্জ	পদ্মা	ভাগ্যকূল	+১০	+৫৮
১৬	শরীয়তপুর	পদ্মা	সুরেশ্বর	+৫	+২০
১৭	নেত্রকোনা	কংস	জারিয়াজঙ্গাইল	-১০	+৭৯
১৮	ব্রাহ্মনবাড়ীয়া	তিতাস	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	+২	+৪১

এক নজরে নদ-নদীর পরিস্থিতি:

- ব্রহ্মপুত্র-যমুনা এবং সুরমা-কুশিয়ারা নদ-নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে । গঙ্গা স্থিতিশীল রয়েছে অপরদিকে পদ্মা নদীর পানি সমতল বৃদ্ধি পাচ্ছে ।
- আগামী ৭২ ঘন্টায় ব্রহ্মপুত্র-যমুনা ও সুরমা-কুশিয়ারা নদ-নদীসমূহের পানি সমতলের হ্রাস অব্যাহত থাকতে পারে।
- ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা নদ-নদী সংলগ্ন গাইবান্ধা, জামালপুর ও বগুড়া এবং ধরলা নদী কুড়িগ্রামে বন্যা পরিস্থিতির উনতি আরম্ভ হয়েছে। সিরাজগঞ্জের বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে যা আগামী ২৪ ঘন্টায় উন্নতি আরম্ভ করতে পারে।
- আগামী ৪৮ ঘন্টায় পদ্মা নদীর পানি সমতলের বৃদ্ধি অব্যাহত থাকতে পারে, যার ফলে পদ্মা নদী সংলগ্ন রাজবাড়ি, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ ও শরিয়তপুর জেলাসমূহের নিম্নাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতির সামান্য অবনতি অব্যাহত থাকতে পারে।
- ঢাকার আশেপাশের বুড়িগঙ্গা, বালু, শীতলক্ষ্যা প্রভতি নদীসমূহের পানি সমতল বদ্ধি পাচ্ছে যা আগামী ২৪ ঘন্টা পর্যন্ অব্যাহত থাকতে পারে।

গত ২৪ ঘন্টায় উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতঃ (গতকাল সকাল ৯.০টা থেকে আজ সকাল ৯.০টা)

স্টেশন	বারিপাত (মি.মি.)	স্টেশন	বারিপাত (মি.মি.)
পরশুরাম, ফেনী	৬০.০	যশোর	৫২.৭
ঢাকা	৫৭.৫	ফরিদপুর	৪৫.০

০৪। সর্বশেষ বন্যা পরিস্থিতিঃ

১) নীলফামারীঃ বর্তমানে তিস্তা নদীর পানি বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। পানি বৃদ্ধির ফলে জেলার ডিমলা ও জলঢাকা উপজেলাধীন টেপাখড়িবাড়ী, খগাখড়িবাড়ী, খালিশাচাপানী, গয়াবাড়ী, পূর্বছাতনাই ও ঝুনাগাছা চাপানী ইউনিয়ন বন্যা কবলিত হয়েছে। তম্মধ্যে খালিশা চাপানী ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ডের ইউসুফের চড় এলাকায় ২৩টি পরিবার এবং ৯ নং টেপাখাগিবাড়ী ইউনিয়নের ৪টি ওয়ার্ডের (১, ২, ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ড) চড়খড়িবাড়ী মৌজার কাউয়ুমের বাড়ীর নিকট স্বেচ্ছাশ্রমে নির্মিত বাঁধটি ভেংগে যাওয়ায় ৮০৭টিসহ মোট ৮৩০টি পরিবার সম্পূর্ণ এবং ১৫০৯টি পরিবার আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া বন্যায় এ পর্যন্ত ২টি উপজেলায় ৮টি ইউনিয়নের ১৬ টি গ্রামের ১১৫০ টি ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ এবং ৪৪০০টি ঘরবাড়ি আংশিক, ১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ এবং ৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফলে ১৯২০০ জন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বন্যা পরিস্থিতির প্রতি মন্ত্রণালয় থেকে সার্বক্ষনিক নজর রাখা হচ্ছে। জেলা সদর নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খোলা রয়েছে।

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক বিভিন্ন উপজেলায় ১০৩.০০ মেঃটন জিআর চাল ও ৪,৩০,০০০/- টাকা বিতরণের জন্য উপবরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং ১৩০০ প্যাকেট শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও স্বাস্থ্য বিভাগ কর্তৃক জরুরী মেডিক্যাল টিম গঠন করে সার্বক্ষণিক চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং ৩,০০০ পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, ৪,০০০ খাবার স্যালাইন বিতরণ করা হয়েছে।

২) লালমনিরহাটঃ বর্তমানে ধরলা নদীর পানি কুড়িগ্রাম পয়েন্টে বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। নদীর পানি হ্রাস পাচ্ছে। অতিবৃষ্টির ফলে পানি বৃদ্ধি ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে জেলার হাতিবান্ধা, সদর, আদিতমারী, কালীগঞ্জ ও পাটগ্রাম উপজেলায় ২৬ টি ইউনিয়নে বন্যা দেখা দিয়েছে। বন্যায় ৪৯.৮৬০টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আনুমানিক ২৪,৭৯৩ টি ঘরবাড়ি, ২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ২টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া নদীভাংগনে ৭২০টি পরিবারের ঘরবাড়ি বিলীন হয়েছে।

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলায় ৬৯৬ মেঃটন জিআর চাল এবং ৯,০০,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ উপ-বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এবং ২৭৫০ প্যাকেট শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ৫০০০ পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, ৫০০ প্যাকেট খাবার স্যালাইন বিতরণ করা হয়েছে।

৩) রংপুর : তিস্তা নদীর পানি হ্রাস পেয়ে বর্তমানে বিপদসীমার নিচ উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। পানি বৃদ্ধির ফলে রংপুর জেলার ৮টি উপজেলার মধ্যে ৩টি উপজেলার ১১ টি ইউনিয়নের ৫৩টি গ্রামের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে ৩৪২৯১ জন লোক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এছাড়াও কাউনিয়া ১১টি, গংগাচরা ৫৬টি পীরগাছা ৪২টিসহ মোট ১০৯টি পরিবার সম্পূর্ণভাবে নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়।

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে ৭৫.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ১,২৫,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও ৩৫০ প্যাকেট শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

৪) গাইবান্ধাঃ জেলার ঘাগট নদীর পানি বর্তমানে হ্রাস পাচ্ছি। পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। বর্তমানে নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। পানি বৃদ্ধির ফলে গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ, সদর, সাঘাটা ও ফুলছড়ি ০৪টি উপজেলার ২৭টি ইউনিয়ন বন্যার পানিতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সদর ৫,৫০০টি, সুন্দরগঞ্জ ৮,০৭২ টি, সাঘাটা ৭,৭০০ টি ও ফুলছড়ি ৫,২৮২টি পরিবারসহ সর্বমোট ২৬,৫৫৪ টি পরিবার পানি বন্দি রয়েছে। বন্যার কারণে জেলায় ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে।

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলায় ৮৫০ মেঃটন জিআর চাল এবং ২৪,০০,০০০ টাকা জিআর ক্যাশ উপ-বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং ১,৫০,০০০/- টাকার শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়েছে।। এছাড়াও ১,০০,০০০ পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, ১,০০,০০০ খাবার খাবার স্যালাইন বিতরণ করা হয়েছে।

৫) কুড়িগ্রামঃ জেলার ব্রাহ্মপুত্র ও ধরলা নদীর পানি কমতে শুরু করেছে এবং বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। বর্তমানে ব্রহ্মপুত্র ও ধরলা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। সম্প্রতি পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় জেলার ৯ টি উপজেলার ৭৩টি ইউনিয়ন ৭২৮ টি গ্রামের ১৫০৫৮৬ টি পরিবারের ৬,২৫,৮৫৪ জন লোক, ১,৫০,৫৮৬টি ঘরবাড়ী, ৭,১২৩ হেঃ জমির ফসল, ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা কাঁচা ৪৭৪কি.মি. ও পাকা ৫১.৫০ কি.মি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ ২০, আংশিক ২২৮টি,৫৩ কিমি বাঁধ ও ২৯ টি ব্রীজ কালভার্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জেলায় মোট ৫৩টি আশ্রয় কেন্দ্রে মোট ৩,৬৮৪ জন লোক আশ্রয় গ্রহণ করেছে। **বন্যার কারণে জেলায় ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে।**

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক ১০৭৫ মেঃটন জিআর চাল এবং ৩৪,০০,০০০/- টাকা বিতরণের জন্য উপবরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও শুকনো খাবার ক্রয়ের জন্য মোট ৫,০০,০০০/- টাকা উপ-বরাদ্দ করা হয়েছে এবং ২০০০ প্যাকেট শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

৬) বগুড়াঃ অতিবর্ষণ ও উজান থেকে নেমে আসা পানিতে জেলার সারিয়াকান্দি, সোনাতলা ও ধুনট উপজেলায় বন্যা দেখা দিয়েছে। সারিয়াকান্দি পয়েন্টে যমুনা নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। পানি কমতে শুরু করেছে। ক্ষয়ক্ষতি নিম্নরুপঃ ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলা: ৩টি, ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়ন: ১৮টি, ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যা: ১,২১,০০০ জন এবং মোট ১০৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্যা কবলিত হয়েছে।

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে বিতরণের জন্য বিভিন্ন উপজেলার অনুকূলে ২০০ মে: টন জিআর চাল, ৫০,০০০/- টাকা ও ১৭৫০ প্যাকেট শুকনা খাবার বরাদ্দ করেছে।

৭) **সিরাজগঞ্জঃ** জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, সাম্প্রতিক বন্যায় যমুনা নদীর পানি সিরাজগঞ্জ পয়েন্টে বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। তবে কাজিপুর পয়েন্টে পানি কমেছে। যমুনা নদীর তীরের ৫টি উপজেলার চরাঞ্চলের নিম্নাঞ্চল এলাকা প্লাবিত হয়েছে। সদর, চৌহালী, বেলকুচি, শাহদাদপুর ও কাজিপুর উপজেলার ২৮টি ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক নদী ভাংগন ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে তাৎক্ষণিভাবে বিতরণের জন্য ৩৭০.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ১৩,০০,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ বিতরণ করা হয়েছে।

৮) **জামালপুরঃ** জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ী ঢল ও অব্যাহত বর্ষণে নদ-নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে জামালপুর জেলার ৬টি উপজেলা (দেওয়ানগঞ্জ, উসলামপুর, মাদারগঞ্জ, মেলান্দহ, সরিষাবাড়ী ও বকসীগঞ্জ) ৫০টি ইউনিয়ন ও ৫টি পৌরসভা বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়েছে। বন্যার পানির প্রবল স্রোতে ইসলামপুর ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার যমুনা তীরে ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে। এছাড়া পানি বৃদ্ধির ফলে উপজেলার নিম্নাঞ্চলের আউশ ধান ও পাট ফসলের ক্ষতির সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে। জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা প্রতিদিন বন্যা প্লাবিত এলাকাসমূহ পরিদর্শন করছেন এবং ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম যাতে সুষ্ঠু ও দ্রুততার সাথে হয়- তা মনিটর করছেন।

ক্ষয়ক্ষতিঃ বন্যায় জেলার ৬টি উপজেলার ৫০টি ইউনিয়ন ৫টি পৌরসভা প্লাবিত হয়ে ১,১৫,১২২টি পরিবারের ৫,২৯,২২০ জন লোক, ২২৪টি ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ, ও ৩১৮৫টি ঘরবাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ৯৯৪০ হেক্টর জমির ফসল পানিতে নিমজ্জিত হয়েছে। এছাড়া ২২২ কি.মি. রাস্তা সম্পূর্ণ, ১১৭১ কি.মি. আংশিক, ৬ কি.মি. বাঁধ সম্পূর্ণ ও ৪৭.৯০ কিঃমিঃ আংশিক এবং ১২৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। **বন্যার পানিতে পড়ে জেলায় মোট ০৭ (সাত) জনের মৃত্যু হয়েছে।** যমুনা নদীর পানি কমতে শুরু করেছে এবং বর্তমানে বাহাদুরাবাদ পয়েন্টে যমুনা নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে ৬০০ মে.টন চাল ও ২০,২০,০০০ টাকা জিআর ক্যাশ ও ২৬৬৭ প্যাকেট শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

৯) **সুনামগঞ্জঃ** সুরমা নদীর পানি বর্তমানে বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। পানি হ্রাস পাচ্ছে। সুনামগঞ্জ জেলার সদর, বিশ্বম্ভরপুর, তাহেরপুর, দিরাই, শাল্লা, জামালগঞ্জ দোয়ারাবাজার, ধর্মপাশা ও ছাতক উপজেলার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। উক্ত ৯টি উপজেলার সদর ৭,০০০ টি, বিশ্বম্ভরপুর ৭,০০০টি, দোয়ারাবাজার ৫০০ টি, তাহেরপুর ৬,০০০টি, জামালগঞ্জ ১০০টি, ধর্মপাশা ১০০টি ও ছাতক ২০ টি পরিবারসহ মোট ২০,৭২০ টি পরিবার পানি বন্দি হয়ে পড়েছিল। দিরাই ও শাল্লা উপজেলা বন্যার পানিতে নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হলেও কোন পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি।

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক বিভিন্ন উপজেলায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে ১৬৬.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ৩,৮০,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ বিতরণ করা হয়েছে।

১০) **ফরিদপুরঃ** জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, ফরিদপুর জেলায় বৃষ্টিপাত ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে পদ্মা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে গোয়ালন্দ পয়েন্টে বিপদ সীমার ৯৭ সে.মি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। নদীর পানি বৃদ্ধির ফলে ফরিদপুর জেলার ৯টি উপজেলার মধ্যে ৩টি উপজেলার ৯টি ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে ১৪০০ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে ৩৫.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ৩০,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ বিতরণ করা হয়েছে।

১১) **রাজবাড়ীঃ** জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে জানানো হয়েছে যে, পদ্মা নদীর পানি গোয়ালন্দ পয়েন্টে উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। পদ্মা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে রাজবাড়ী জেলার সদর, গোয়ালন্দ, কালুখালী ও পাংশা উপজেলার পদ্মা নদী তীরবর্তী নিম্নাঞ্চলে (বেড়ী বাঁধের বাইরে) বন্যার পানি প্রবেশ করেছে। সদর উপজেলা বরাট ইউনিয়নের ১টি স্কুল ভাংগনের মুখে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। তবে কোনো উপজেলা থেকে ক্ষয়ক্ষতির কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে ২৫.০০০ মে: টন জিআর চাল বিতরণ করা হয়েছে।

১২) **মানিকগঞ্জঃ** জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে জানানো হয়েছে যে, যমুনা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে আরিচায় বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ফলে জেলার নদী তীরবর্তী উপজেলা হরিরামপুর, শিবালয় ও দৌলতপুরের নিম্নাঞ্চলে বন্যার পানি প্রবেশ করেছে এবং নদী ভাংগন দেখা দিয়েছে। মানিকগঞ্জ জেলার ৬টি উপজেলার ৩০টি ইউনিয়নের নদী বন্যায় ১০৬২৯টি পরিবার ও ভাংগনে ৫৬০টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

১৩) **কুষ্টিয়াঃ** জেলা প্রশাসক পত্রের মাধ্যমে জানিয়েছেন, সম্প্রতি অতিবৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা পানিতে জেলার খোকসা, কুমারখালী ও ভেড়ামারা উপজেলার নিম্নাঞ্চলে বন্যা দেখা দিয়েছে। ফলে খোকসা উপজেলার পৌরসভার ৪টি ওয়ার্ডের ৩১৬টি পরিবার, কুমারখালী উপজেলার ১টি ইউনিয়নের ৪টি গ্রামের ৩৭৫টি পরিবার এবং ভেড়ামারা উপজেলার ১টি ইউনিয়নের ৩টি গ্রামের ৩০০টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া ১০কি.মি কাঁচা রাস্তা এবং ৩০০ একর ফসলি জমি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

গৃহীত ব্যবস্থাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে বিতরণের জন্য উপজেলা ৩টির অনুকূলে ৯.৯১০ মে: টন জিআর চাল উপ-বরাদ্দ করা হয়েছে।

১৪) **টাংগাইলঃ** জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে জানানো হয়েছে যে, অতিবৃষ্টির ফলে নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে ভূয়াপুর ও গোপালপুর উপজেলার নিম্নাঞ্চলে বন্যার পানি প্রবেশ করে বন্যার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে ২টি উপজেলার ৮ টি ইউনিয়ন, ৮৭ টি গ্রামের ১২,১৮৪ টি পরিবারের ৬০,৯২০ জন লোক এবং ২,১৪০ হেঃ জমির ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বরাদ্দ জেলা প্রশাসন কর্তৃক বিতরণ ও মজুদের সর্বশেষ তথ্য (৩১/০৭/২০১৬)

ক্রঃনং	জেলার নাম	জিআর চাল (মেঃটন)					জিআর ক্যাশ (টাকা)					শুকনো খাবার (টাকা)	
		পূর্বের বরাদ্দ	৩১.৭.১৬ তারিখে বরাদ্দ	মোট বরাদ্দ	বিতরণ	মজুদ	পূর্বের বরাদ্দ	৩১.৭.১৬ তারিখে বরাদ্দ	মোট বরাদ্দ	বিতরণ	মজুদ	মোট বরাদ্দ	বিতরণ
১	সিরাজগঞ্জ	৬৫০	১০০	৭৫০	৬২০	১৩০	২৬০০০০০	৩০০০০০	২৯০০০০০	২৩৮০০০০	৫২০০০০	১৫০০০০০	১৫০০০০০
২	বগুড়া	৩০০	৫০	৩৫০	১৩০	২২০	৯০০০০০		৯০০০০০	৫০০০০	৮৫০০০০	১৫০০০০০	১৫০০০০০
৩	রংপুর	২৫০	৫০	৩০০	৭৬	২২৪	৮০০০০০		৮০০০০০	১২২০০০	৬৭৮০০০	৫০০০০০	৫০০০০০
৪	কুড়িগ্রাম	১১৭৫	২০০	১৩৭৫	১০৭৫	৩০০	৩৮০০০০০	৫০০০০০	৪৩০০০০০	১০৫০০০০	৩২৫০০০০	২৫০০০০০	২৫০০০০০
৫	নীলফামারী	৫০০		৫০০	১০৩	৩৯৭	১৫০০০০০		১৫০০০০০	৪১০০০০	১০৯০০০০	২৫০০০০০	২৫০০০০০
৬	গাইবান্ধা	৮৫০	২০০	১০৫০	৭৬০	২৯০	৩৬০০০০০	৫০০০০০	৪১০০০০০	১৬০০০০০	২৫০০০০০	২৫০০০০০	২৫০০০০০
৭	লালমনিরহাট	৭০০	১০০	৮০০	৬৯৬	১০৪	২৩৫০০০০	৩০০০০০	২৬৫০০০০	৯০০০০০	১৭৫০০০০	২৫০০০০০	২৫০০০০০
৮	সুনামগঞ্জ	৩৫০	১০০	৪৫০	১২৬	৩২৪	১৬০০০০০		১৬০০০০০	৪০০০০০	১২০০০০০	১৫০০০০০	১৫০০০০০
৯	জামালপুর	৮০০	২০০	১০০০	৮০০	২০০	৩১০০০০০	১০০০০০০	৪১০০০০০	৩১০০০০০	১০০০০০০	২৫০০০০০	২৫০০০০০
১০	ফরিদপুর	২৫০	১০০	৩৫০	৩০	৩২০	৬০০০০০		৬০০০০০	৩০০০০	৫৭০০০০	৫০০০০০	
১১	রাজবাড়ী	১২৫	৫০	১৭৫	২৫	১৫০	৭০০০০০		৭০০০০০	-	৭০০০০০	৫০০০০০	
১২	টাংগাইল	১২৫	১০০	২২৫	-	২২৫	৭০০০০০	৫০০০০০	১২০০০০০	-	১২০০০০০	৫০০০০০	
১৩	মাদারীপুর	১২৫	৫০	১৭৫	-	১৭৫	৭০০০০০		৭০০০০০	-	৭০০০০০	৫০০০০০	
১৪	শরীয়তপুর	১২৫	১০০	২২৫	-	২২৫	৭০০০০০		৭০০০০০	-	৭০০০০০	৫০০০০০	
১৫	মানিকগঞ্জ	১২৫	১০০	২২৫	-	২২৫	৭০০০০০	৫০০০০০	১২০০০০০	-	১২০০০০০	৫০০০০০	
১৬	ঢাকা	৫০	৫০	১০০		১০০	১০০০০০		১০০০০০		১০০০০০	৫০০০০০	
১৭	মুন্সিগঞ্জ	৫০	৫০	১০০		১০০	১০০০০০		১০০০০০		১০০০০০	৫০০০০০	
১৮	চাঁদপুর	৫০	১০০	১৫০		১৫০	১০০০০০		১০০০০০		১০০০০০	৫০০০০০	
১৯	রাজশাহী	১৫০		১৫০	১	১৪৯	৭০০০০০		৭০০০০০	৮০০০০	৬২০০০০	৫০০০০০	
	সর্বমোট=	৬৭৫০	১৭৫০	৮৪৫০	৪৪৪২	৪০০৮	২৫৩৫০০০০	৩৬০০০০০	২৮৯৫০০০০	১০১২২০০০	১৮৮২৮০০০	২২৫০০০০০	১৭৫০০০০০

** দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৩/৭/২০১৬খ্রিঃ তারিখ কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের মাঝে বিতরণের জন্য প্রতি জেলার জন্য ১,০০০ প্যাকেট করে মোট ৪,০০০ প্যাকেট শুকনো খাবার ববাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। প্রতি প্যাকেটে ৫.০০ কেজি চাল, ১.০০ কেজি ডাল, ১.০০ লিটার সয়াবিন তেল, ১.০০ কেজি চিনি, ১.০০ কেজি লবন, ৫০০ গ্রাম মুড়ি, ১.০০ কেজি চিড়া, ১.০০ ডজন মোমবাতি, ১.০০ ডজন দিয়াশলাই ও একটি ব্যাগ রয়েছে।

বিঃদ্রঃ বন্যার পানিতে পড়ে গাইবান্ধা জেলায় ৪ জন, কুড়িগ্রাম জেলায় ৩ জন এবং জামালপুর জেলায় ৭ জন সহ মোট ১৪ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।

দুর্যোগ পরিস্থিতি মনিটরিংকরার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের **NDRCC (**জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র**)** ২৪ ঘন্টা (৭**X২৪)** খোলা রয়েছে। দুর্যোগ সংক্রান্ত যে কোন তথ্য আদান-প্রদানের জন্য **NDRCC'**র নিম্নবর্ণিত টেলিফোন/ ফ্যাক্স/ **email** নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছেঃ **NDRCC'**র টেলিফোন নম্বরঃ ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪০৪৫৪, ৯৫৪৯১১৬; উপসচিব (এনডিআরসিসি) ৯৫৪৬৬৬৩;
মোবাইল নম্বরঃ ০১৯৩৭-১৬৩৫৮২ (অতিরিক্ত সচিব, দুব্যক) এবং ০১৭১১-৪৪৭২৭৬ (উপসচিব, এনডিআরিস)
ফ্যাক্স নম্বরঃ ৯৫৪০৫৬৭, ৯৫৪৯১৪৮, ৯৫৭৫০০০; Email: ndrcc@modmr.gov.bd

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ হোসেন)
উপ-সচিব (এনডিআরসিসি)
ফোনঃ ৯৫৪৬৬৬৩

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৩। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৪। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
০৫। প্রিন্সিপাল ষ্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৬। মহা-পরিচালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৭। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/দুঃব্যঃ/ত্রাণ/দুব্যক), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
০৮। মহা-পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব),দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, মহাখালী,ঢাকা।
৯। প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১০। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১১। পরিচালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১২। সিস্টেম এনালিষ্ট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। প্রতিবেদনটি ওয়েব সাইটে প্রদর্শনের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১৩। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, পিআইডি, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। ইলেক্ট্রোনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১৪। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।